

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভের পর কী করা উচিত ?

প্রশ্ন :- শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভের পর কী করা উচিত ?

উত্তর :- মনুষ্য জীবনে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভের পর কী করা উচিত এটিনিয়ি ভগবান শ্রী কৃষ্ণ শ্রীমদভগবৎ গীতা 4 নং অধ্যায় 34 নং শ্লোকে সম্পূর্ণ নির্দেশে দিয়েছেন যে -

তদ্বদিধি প্রণিপাতেন পরপ্রশ্ননে সবেয়া ।

উপদেক্ষ্যন্ততি তে জ্ঞানং জ্ঞাননিস্তত্বদর্শনিঃ ॥ গীতা

4/34

অনুবাদঃ তুমি প্রথমতঃ তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ এর কাছে যাও - তারপর তাদরে কাযমনোবাক্ষ্যে হৃদয় থেকে অকৃত্রিমি ভাবে সবা করো, তারপর যখন তোমার কাযমনোবাক্ষ্যে হৃদয় থেকে অকৃত্রিমি সবায সেই তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ অত্য়ন্ত তুষ্টিলাভ করবনে, তখন সেই তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষকে শক্টি-দীক্টি-বদ্যি বসিয়ক প্রশ্ন করো । তখন সেই তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশে দান করবনে। (গীতা 4/34)

যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমবেং যাস্যসি পান্ডব।

যনে ভূতান্যশযোণি দ্রক্ষ্যস্যা ত্মন্যখো ময়ি। গীতা 4/35

অনুবাদঃ হে পান্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবো না, কেনে না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত। (গীতা 4/35)

অপি চিদেসি পাপভ্যঃ সর্বভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্লবনেবৈ বৃজনিং সন্তরয়িস্যসি। গীতা 4/36

অনুবাদঃ তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে। (গীতা 4/36)

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করার পর এবং কোনটি কর্তব্য এবং কোনটি অকর্তব্য এই নির্ণায়ক সদবুদ্ধি লাভ করার পর তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরুকরণ প্রত্যেকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অতি আবশ্যিক এবং উচিত।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তমিচরিণোধিগচ্ছতি। গীতা 4/39

অনুবাদঃ সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে এবং তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরুর উপর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। সেই দ্বিয আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন। (গীতা 4/39)

অজ্ঞে শ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বনিশ্যতি।

নায়ং লোকোহন্তনি পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। গীতা 4/40

অনুবাদঃ অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই দ্বিয আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেন না। সন্দগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকে সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন না এবং পরলোকেও মুক্তি ও সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন না।

(গীতা 4/40)

তাই সদগুরু এবং শাস্ত্রের উপর পরম শ্রদ্ধাবান য়ে কোন ব্যক্তি- গুরুর দানকরা দীক্ষা- শিক্ষা-বদ্বিযা-উপদশে দবিয আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তিলাভ করতে পারে । তাই শাস্ত্রের উপর পরম শ্রদ্ধা রখে গুরুর প্রতটিআদশে পালনে য়ে কোন ব্যক্তি দবিয জ্ঞান লাভ করতে পারে তাই প্রত্যকে মানুষেরে উচতি গুরুর প্রতটি আদশে ভগবত আদশে পালন করে চলা ।

